ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৭৫
আগরতলা, ৯ এপ্রিল, ২০২৬

একটি সফলতার গল্প : হৃদরোগকে জয় করল ছোট্ট জেসমিন ত্রিপুরা

রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম, ত্রিপুরার সহায়তায় ধলাই জেলার এক অতি সাধারণ পরিবারের ছোট্ট শিশু জেসমিন ত্রিপুরা আজ নতুন জীবনের আলো খুঁজে পেয়েছে। জন্মগত হৃদরোগ কাটিয়ে জেসমিনের সুস্থ হয়ে ওঠার এই কাহিনী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ধলাই জেলার মনু ব্লকের অন্তর্গত ধুমছড়ার দুর্গম লংতরাই আর এফ এলাকায় বসবাস করেন ধর্মেন্দ্র ত্রিপুরা। ২০২৩ সালের ১৮ অক্টোবর তাঁর কোল আলো করে জন্ম নেয় কন্যা সন্তান জেসমিন ত্রিপুরা। কিন্তু জন্মের কিছু সময় পর থেকেই জেসমিনের শারীরিক কিছু অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়। ধলাই জেলার মনু আরবিএসকে টিমের মাধ্যমে ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় প্রথম ধরা পড়ে যে শিশুটি জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত। এরপর তাকে আরও উন্নত পরীক্ষার পরামর্শ দেওয়া হয়। ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে জেসমিনের ইকোকার্ডিওগ্রাফি করা হলে হৃদপিন্ডের ত্রুটিটি নিশ্চিত হওয়া যায়।

তৎক্ষণাৎ ধলাই জেলার আরবিএসকে টিমের পক্ষ থেকে শিশুটির চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পরিবারের আর্থিক অনটনের কথা মাথায় রেখে সরকারি সহায়তায় তাকে চিকিৎসার জন্য চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো চিলড্রেন হসপিটালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। চেন্নাইয়ের অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে গত ১৮ ডিসেম্বর জেসমিনের সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়। দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠায় মাত্র কয়েকদিন পরেই তাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। জেসমিন এখন সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক। তার চোখেমুখে এখন খেলা করে সুস্থ শৈশবের হাসি। মেয়ের এই নতুন জীবন ফিরে পাওয়ায় ধর্মেন্দ্র ত্রিপুরা ও তাঁর পরিবার অত্যন্ত আনন্দিত। জেসমিন ত্রিপুরার এই সফলতার গল্প প্রমাণ করে যে, সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধার সঠিক ব্যবহার একটি মূল্যবান জীবন বাঁচাতে পারে। আরবিএসকে ত্রিপুরার এই নিরলস প্রচেষ্টা রাজ্যের অসংখ্য পরিবারের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলছে। ধলাই জেলার মুখ্য চিকিৎসা আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

*****